এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

জুন ২০১৪

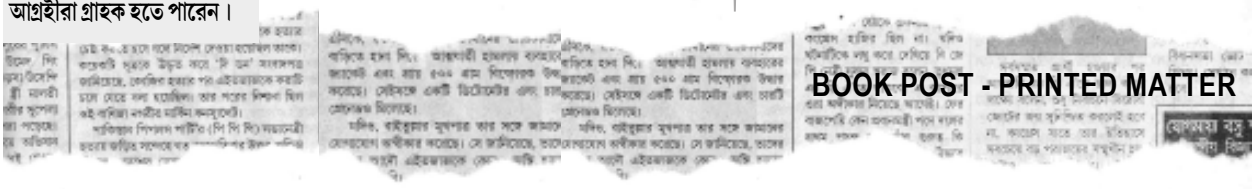

নিম্নমান

১৯/১৭১

মাটির গভীরে বহু যুগ ধরে জমা কার্বন ভূমিক্ষয়, কৃষি, বনধ্বংস ও মানুষের অন্যান্য কাজের ফলে জলবায়ু বদলে বাড়তি ইন্ধন জোগাবে বলে ন্যাচরাল জিও সায়েন্স পত্রিকার একটি রিপোর্টে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা স্বীকার করছেন, মাটির গভীরে কার্বন কম থাকার অতীত ধারণাটি ভুল ছিল। যার ফলে কেবল তিরিশ সেন্টিমিটার অব্দি মাটির স্তরে থাকা কার্বন নিয়েই বেশি গবেষণা হয়েছে।

হায়না

১৯/১৭২

রাষ্ট্রসঙ্ঘের রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বের খাদ্য সরবরাহে ক্রমেই সংকটের আবহাওয়া তৈরি হচ্ছে। কারণ কৃষিজমি দ্রুত ছোট চাষির কাছ থেকে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে কর্পোরেশন ও ধনীদের হাতে। বিশ্বের মোট খাদ্য চাহিদার সত্তর শতাংশ পূরণ করে ছোট চাষি। অথচ আজ তাদের হাতে থাকা জমির পরিমাণ মাত্র ২৫ শতাংশ। বড় খামারের তুলনায় ছোট চাষির উৎপাদন ক্ষমতা দ্বিগুণ এবং এই চাষ পরিবেশের পক্ষে টেঁকসই।

ছোটকথা

১৯/১৭৩

রাষ্ট্রসংঘ সাম্প্রতিক রিপোর্টে মানবাধিকারের অন্যতম প্রধান শর্ত,পর্যাপ্ত খাদ্য পাওয়ার অধিকার পূরণে দেশগুলিকে গণ-সংগ্রহ পদ্ধতির উপরে জোর দিতে বলা হয়েছে। এর ফলে সরকারের পক্ষে বিদ্যালয়, হাসপাতালের মতো প্রতিষ্ঠানগুলিতে আরও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের কাজ সহজ হবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরামর্শ হল, সরকারের বৃহৎ সরবরাহকারীর পরিবর্তে ক্ষুদ্র উৎপাদকের কাছ থেকে খাদ্যশস্য কেনার। এর দরুন খরচ বাড়লেও সংগ্রহ ও সরবরাহ দুটি ব্যবস্থাই মজবুত হবে। বাঁচবে ছোট উৎপাদক।

বোতলবন্দী

১৯/১৭৪

সাগর-মহাসাগরে জমতে থাকা প্লাস্টিক, মাছ সহ সামুদ্রিক প্রাণীর জীবন বিপন্ন করে তোলার পাশাপাশি, গোটা পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রকে বিষিয়ে তুলছে। এই বিপদ সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে সচেতন করতে বেলজিয়ামের 'ই কভার' কোম্পানি, লোগোপ্লাস্ট নামে অপর একটি কোম্পানির সঙ্গে সাগর থেকে প্লাস্টিক বর্জ্য তুলে, আখ থেকে তৈরি প্লাস্টিক তাতে মিশিয়ে বোতল তৈরি করছে।

খেলাঘর

১৯/১৭৫

শহরে ক্ষুদেদের ঘরের বাইরে সময় কাটানোর সুযোগ কমছে, যা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। একটি গবেষণাপত্রে বলা

হয়েছে খোলা জায়গায় অনেকটা সময় কাটালে তাদের শরীর চালনার সুযোগ বাড়ে এবং সুস্থ থাকতে সাহায্য হয়। হিসাব করে দেখা গেছে বন্ধুদের সঙ্গে মুক্ত প্রাঙ্গণে কাটালে ঘণ্টা পিছু শিশু শারীরিক কসরতের জন্য বাড়তি সতেরো মিনিট পায়। ব্রিটেনে শিশুদের ঘরের বাইরে সময় কাটানোর জন্য কম পক্ষে এক ঘণ্টা ব্যয় করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

তরু বর ! ১৯/১৭৬

বিষাক্ত ধাতুগুলির মধ্যে নিকেল অন্যতম। সম্প্রতি ফিলিপিন্স-এ আবিষ্কৃত হয়েছে এমন একটি উদ্ভিদ যা এই বিষাক্ত ধাতুটিকে অবলীলায় নিজ শরীরে গ্রহণ করতে পারে এবং তাও নিজের কোনো ক্ষতি না করে। পরিবেশকে নিকেলের বিষক্রিয়া থেকে মুক্ত করতে বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদটির সাহায্য নেওয়া কথা ভাবছেন।

বাহা ১৯/১৭৭

জনজাতিরা আজও হারিয়ে যাওয়া জাতের বীজ সযত্নে সংরক্ষণ করে চলেছেন এবং তাদের চাষে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের প্রয়োগ নেই বললেও চলে। তাদের এই মূল্যবান প্রচেষ্টাকে তুলে ধরতে সঞ্জীবনী রুর‍্যাল ডেভলপমেন্ট সোসাইটি প্রতি বছর পুরোনো বীজ সংরক্ষণ প্রতিযোগিতা উৎসব পালন করে আসছে। এবারে ওই প্রতিযোগিতায় ২০৩টি পুরোনো জাতের বীজ সংরক্ষণ করে অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা সীমান্ত ঘেঁসা গ্রাম মালিভালসা প্রথম হয়েছে।

রূপের আড়ালে ১৯/১৭৮

প্লাস্টিক দূষণ থেকে পরিবেশ রক্ষা করতে বিশ্বজুড়ে যখন জোরদার কার্যক্রম শুরু হয়েছে, তখনই চোখের আড়ালে প্রসাধন কোম্পানিগুলি টন টন প্লাস্টিক বর্জ্যে পরিবেশ দূষিত করছে। অভিযোগ, বিভিন্ন প্রসাধনীতে ব্যবহার করা হয় এক মিলি মিটারেরও কম মাপের প্লাস্টিক কণা। প্রসাধনীতে থাকা ক্ষতিকর কণা সাগর-নদী-জলাশয়ে মিশে মাছসহ জলজ প্রাণীকে সংক্রামিত করে।

গরম খাবার ১৯/১৭৯

ইন্টারন্যাশনাল প্যানেল ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ-এর দ্বিতীয় ওয়ার্কিং গ্রুপ গত বছর এক রিপোর্টে বলেছে, অক্টোবর মাসে উত্তর ভারত, এপ্রিল-অগস্টে দক্ষিণ ভারত ও মার্চ-জুন মাসে পূর্ব ভারতের তাপমাত্রা চরম অবস্থায় পৌঁছোবে। এর দরুন ধানের উৎপাদনে ঝুঁকির আশঙকা বাড়বে। গাঙ্গেয় অববাহিকার সমতলে গমের উৎপাদনও কম হওয়ার আশঙ্কা। এই অঞ্চলে বছরে নব্বই লক্ষ টন গম উৎপাদন হয়। যা বিশ্বের মোট উৎপাদনের ১৪-১৫ শতাংশ।

মানা যাবে না ১৯/১৮০

জিএমও মিথস অ্যান্ড ট্রুথস'-এর দ্বিতীয় সংস্করণে বলা হয়েছে, জিন ফসল খাদ্য হিসেবে নিরাপদ এবং বিশ্বের খাদ্য চাহিদা পুরনে তা একান্ত জরুরি। এই ধারণাটি মানতে অস্বীকার করেছেন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াররা। রিপোর্টে ১৭০০ টি নমুনা পরীক্ষায় অনেকগুলিতেই ঝুঁকির প্রমাণ মিলেছে বলে মন্তব্য করা হয়েছে। গত বছরে ৩০০ বিজ্ঞানী ও আইনবিদ এক স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে জানিয়েছেন, জিন ফসলের নিরাপত্তা নিয়ে এখনও বৈজ্ঞানিক ঐকমত্য হয়নি।

চোরা বালি ১৯/১৮১

মহারাষ্ট্রের সমুদ্রতট থেকে বালি তুলে বিক্রি করা হচ্ছে। এই সমুদ্রতটটা আরব সাগরের। সমুদ্রতটটার ধারের জায়গাটার নাম কলবা দেবি বিচ। এখান থেকে বালি তুলে বিক্রি করছে ভূমিহীন পরিবারের মানুষ। এই গরিব মানুষগুলো আগে মুনিশ খেটে আয় করতো। এখন বালি তুলে বিক্রি করছে। বালি তোলার মাধ্যম হিসেবে সমুদ্রতটের ব্যবহার সবচেয়ে কম করা হয়। আর মহারাষ্ট্রে এখন সব ধরনের বালি তোলাতেই ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউনালের নিষেধ আছে। কলবা দেবির বাসিন্দারা এই বালি তোলা বন্ধ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কোনো ফল পাওয়া যায় নি।

এই বালি তোলার পেছনে আছে বালি-মাফিয়ারা। তারা প্রতিবাদীর বাড়িঘর ভাঙছে, আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

সদস্যের প্রায সবাই বালি মাফিয়াদের পক্ষে। সরকার সব নীরবে দেখছে। এদিকে সমুদ্রতট থেকে বালি তোলা মানে জনবসতি ও সমুদ্রের মাঝের রক্ষা-প্রাচীর গুঁড়িয়ে দেওয়া। ফলে আগামীদিনে জনবসতির জন্য ঘোর বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

ক্লদ অলভারেজ বলছি

১৯/১৮২

গোয়ার খনি থেকে লোহা তোলা নিয়ে খুব গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। লোহা তুলে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে এই বলে আদালতে নালিশ করা হয়েছিল। নালিশ করেছিল ক্লদ অলভারেজ। ক্লদ অলভারেজ গোয়া ফাউন্ডশন নামের একটা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রাণপুরুষ। এই নালিশের ফলে সুপ্রিম কোর্ট খনি থেকে লোহা তোলা ১৮ মাস বন্ধ করে দিয়েছিল।

গোয়া ফাউন্ডেশন বলছে, এখানে নাকি ৩৩টা লোহা খনি অভয়ারণ্য ও জাতীয় উদ্যানের ১.৫ কিলোমিটার অব্দি অধিকার করে আছেন।

বাঁধ ন

১৯/১৮৩

বড় বাঁধ দিয়ে দেশের খুব ক্ষতি হয়। নদী শুকিয়ে যায়, জৈব বৈচিত্র নষ্ট হয়,কমে যায় মাটির নীচের জল। হালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় বড় বাঁধ নিয়ে গবেষণা করেছে। তারা ১৯৩৪ থেকে ২০০৭-এর সারা পৃথিবীর ২৪৬টি বাঁধ নিয়ে গবেষণা করেছে। তারা দেখেশুনে বলেছে, বড় বাঁধ বসানোর আগে ভালোভাবে ভাবা উচিত। ভাবা উচিত বিদ্যুৎ উৎপাদনে আর কোনো পথ আছে কিনা, পরিবেশ নিয়ে-ঝুঁকি নিয়ে-খরচ নিয়ে ভাবা উচিত। নাহলে বড় বাঁধ অবশেষে বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

কীটনাশকতা

১৯/১৮৪

দেশে এখনো অনেক জায়গায় মুখ না ঢেকে, দস্তানা না পরে, চশমা না পরে চাষ জমিতে রাসায়নিক কীটনাশক ছড়ানো চলে। পাঞ্জাবে এখনো এরকম ঘটনা হয়। গত ডিসেম্বরে জলন্ধরে এক প্রবীণ চাষিকে এভাবেই জমিতে কীটনাশক ছড়াতে দেখা গেছে। জিনশস্য নিয়ে সবাই বলছে, কিন্তু রাসায়নিক কীটনাশক ও কীটনাশক ছড়ানোর সময় চাষির সুরক্ষা নিয়ে কেউই তেমন কিছু বলছে না। এই ঘটনাটা দেখা গেছে গত ডিসেম্বরের শোধযাত্রায়। শোধযাত্রা হল দেশজ-লোকজ জ্ঞান ও উদ্ভাবনাকে সম্মানিত করার এক ফি বছরের পদযাত্রা।

পাতালপ্রবেশ

১৯/১৮৫

ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউন্যাল আবার একটা খনি বন্ধ করেছে। খনিটা মেঘালয়ের জয়ন্তিয়া পাহাড়ে। এই খনি থেকে অ্যাসিড গড়িয়ে এসে জলাশয়ে মিশছে। সেই জলাশয়ের বিষাক্ত জল লোকজন খাচ্ছে। এই জায়গাটা মেঘালয়ের দিমাসা হাঁসাও জেলা। গ্রিন ট্রাইবিউনাল খনিটা বন্ধ করেছে অভিযোগের স্মারকলিপি পেয়ে। স্মারকলিপি পাঠিয়েছে, অল দিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন। খবরটা আছে www.the shillongtimes.com সাইট-এ।

বাস্তিলের পতন

১৯/১৮৬

ফরাসি সংসদ তার দেশে জিএম ভুট্টা চাষ নিষিদ্ধ করল। তারা এই কাজ করল একেবারে আইন করে। সংসদ বলেছে, কোনোরকম জিএম ভুট্টা চাষ করা যাবে না। এখন যে ভুট্টা তারা নিষিদ্ধ করল সেটা মনস্যান্টোর। ভুট্টার নাম মন ৮১০। জিএম ভুট্টা চাষ নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের যে কোনো সিদ্ধান্তের ওপরই এই আইনের নিয়ন্ত্রণ থাকবে। www.planetwork.org সাইট-এ এরকম কথা আছে।

জা গোয়া

১৯/১৮৭

গোয়ার স্কুলে স্কুলে গিয়ে রাজ্যের পরিবেশ নিয়ে ছেলেমেয়েদের শেখানো হচ্ছে। এই কাজটা করছে গোয়ার ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট-এর ছাত্রছাত্রীরা। এই উদ্যোগটার নাম হয়েছে গিভ গোয়া ইনিশিয়েটিভ। ছাত্রছাত্রীরা এই কাজটি করছে ভিডিও দেখিয়ে, পোস্টার দিয়ে, কথা বলে, নানা খেলা দেখিয়ে। খবরটা দিয়েছে গোয়ার টাইমস অব ইন্ডিয়া।

হচ্ছেটা কী ১৯/১৮৮

মধ্যপ্রদেশে জঙ্গলের পরিমাণ কমছে। এই কমাটা বেশি করে হয়েছে গত বছরে। এইরকম জঙ্গল কমা দেখা যাচ্ছে সিদ্ধি, মান্ডলা, মাতলা, উমারিয়া, জব্বলপুর, ঝাবুয়া, পূর্বনিমার, দেওয়াস, চিন্দওয়ারা, ছাতারপুর ও বালাঘাট জেলায়। এই সমীক্ষা করেছে ফরেস্ট সার্ভে অব ইন্ডিয়া। যদিও অনিল গর্গ বলে এক বন গবেষক দাবি করেছে, মধ্যপ্রদেশ সরকার আসল ঘটনা চাপা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ভুল তথ্য পাঠাচ্ছে।

পু না ১৯/১৮৯

পুনায় আবার ফল সবজিতে ভুরিভুরি কীটনাশক মিলেছে। এই পরীক্ষাটা করেছে পেস্টিসাইড রেসিডিউ টেস্টিং ল্যাব। কাজটা হয়েছে এপ্রিল ২০১৩ থেকে ২০১৪-র জানুয়ারি অব্দি। এর জন্য ৩৪৫টা ফল সবজির নমুনা নেওয়া হয়েছিল। কোনো কোনো নমুনায় নিষিদ্ধ কীটনাশকও পাওয়া গেছে। যেমন, ক্লোরডেন, কার্বোফুরান, ক্যাপটাফল, ডিডিটি ইত্যাদি। সবচেয়ে বেশি কীটনাশক পাওয়া গেছে শশা, টমেটো ও কিশমিশে।

ন তু ন | ব ই

সবজিবাগান বইটি আমরা প্রকাশ করলাম। উঠোনে সবজি-বোনা বা চালে লাউ লতিয়ে দেওয়া বাংলার এক দীর্ঘ লালিত অভ্যাস। কিন্তু গত কয়েক দশকে এই চর্চা বেশ দূরে সরেছে। বিজাতীয় অর্থনীতি সকলকে বাজারমুখী করেছে। আমাদের বই সেই অভ্যাসকে ফিরিয়ে আনতে।

বইতে ফলন্ত সবজিবাগানের জন্য মাটির যত্ন, ঋতু-অনুগ সবজি, সার-সেচ-সাশ্রয়, পুষ্টিগুণ, সবজি-পরিবার ইত্যাদি আমরা সবিস্তারে সাজিয়েছি। সুলভে বিষমুক্ত ফলন পেতে এই পাঠ-বিস্তার আশাকরি আগ্রহীজনের সহায়ক হবে।

গ্রাম-শহর সর্বত্র এরপর যদি সবজিবাগান নিয়ে কণামাত্র আগ্রহেরও সঞ্চার হয়, তবেই আমাদের এই প্রয়াস সার্থকতা পাবে।

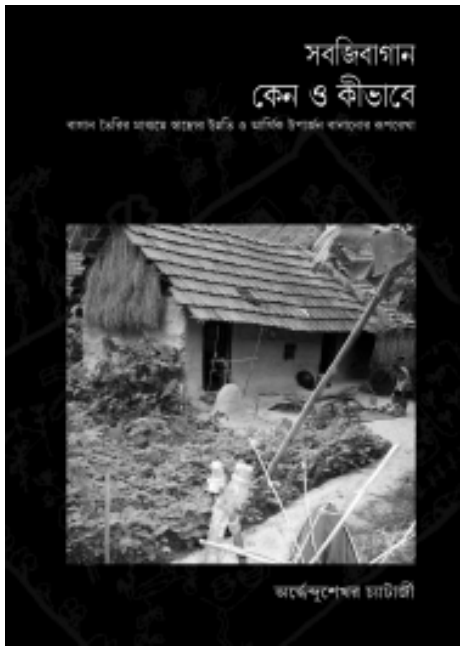

১/১৬ ডিমাই সাইজে হোয়াইটপ্রিন্ট কাগজে ছাপা। পাতা সংখ্যা, ৪৫ পাতা, দাম ১৫ টাকা।

ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ** | ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু